অতিরিক্ত সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
ও
সভাপতি, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি প্রকাশনা কমিটি

বাণী

বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ সময়ে দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্রতার হার উল্লেখ্যযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ আজ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করার পর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশকে আমরা ২০৪১ সালে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বৈদেশিক সহায়তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক সহায়তার আহরণ এবং ব্যবহার নিশ্চিতে সরকারের সিদ্ধান্ত ও কৌশল বাস্তবায়ন করে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির চর্চা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রযোজ্য সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বিগত অর্থবছরসমূহে অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তার লক্ষমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির সাথে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কৌশলের সামঞ্জস্য ও সাযুজ্যকরণেও এ বিভাগের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া দেশের বৈদেশিক সহায়তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতে অর্থনৈতিক সহায়তার নীতি ও কৌশল প্রণয়নে এ বিভাগের কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, বৈদেশিক সহায়তার পরিমান ও ব্যবহার এবং কর্মসম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬–২০১৭ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস, এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে নীতি-প্রণেতা, এনজিও, সিভিল সোসাইটি, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক এবং অন্যান্য অংশীজন স্পষ্ট ধারণা লাভে সক্ষম হবেন।

প্রতিবেদনটি প্রকাশে এ বিভাগের মাননীয় সচিব, জনাব কাজী শফিকুল আযম বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ ছাড়া প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সকল কর্মকর্তা - যাদের শ্রম, মেধা এবং আন্তরিক সহযোগিতায় এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। প্রত্যাশা করছি ভবিষ্যতেও সম্মিলিত ও সৃজনশীল কর্মপ্রচেষ্টায় এ ধরনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে আমরা সক্ষম হবো।

সুলতানা আফরোজ